ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৩৫৫
আগরতলা,২৭ আগস্ট,২০১৯

সমাজের প্রান্তিক মানুষটি পর্যন্ত যাতে চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পায় সে দিশাতে সরকার কাজ করছে : মুখ্যমন্ত্রী

চিকিৎসকদের মায়ের মতো ধৈর্যশীল ভূমিকা নিতে হবে। মন দিয়ে রোগী ও তার আত্মীয়-স্বজনের কথা শুনতে হবে। তাতে রোগীরা যেমন খুশি হবেন তেমনি রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে ঘটা অনভিপ্রেত ঘটনাগুলিও হ্রাস পাবে। আজ ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ (টি এম সি) এবং ড. বি আর আম্বেদকর মেডিক্যাল (বি আর এম) টিচিং কলেজের ১৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে এ অভিমত প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উল্লেখ্য, ২০০৬ সালের আজকের দিনেই এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়েছিলো। বর্তমানে এতে এম বি বি এস-এর জন্য ১০০টি এবং পি জি ডিগ্রি কোর্সের জন্য ৫টি সিট রয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, মানবজাতি চিকিৎসকদের ভগবানের মর্যাদা দিয়েছে। একজন মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারে একমাত্র চিকিৎসকরাই। দেশের প্রতিটি গরীব মানুষ যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পায়, তারজন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত এর মতো যোজনা চালু করেছেন। সমাজের প্রান্তিক মানুষটি পর্যন্ত যাতে চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পায় সে দিশাতে রাজ্য সরকারও কাজ করছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রতিদিন এখানে আউটডোরে ৯০০ এর মতো রোগী হয়। ১১০০ কর্মচারী রয়েছেন। এদের বেতন ভাতা বাবদ প্রতি মাসে ৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এর আয় বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে। এর সাথে সাথে পরিষেবাকেও আরও উন্নততর করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোনও সিদ্ধান্তই সকলকে খুশি করতে পারে না। তাই সেদিক দিয়ে চিন্তা না করে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে যা যা করণীয় করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতালের সুরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, জেনেরিক মেডিসিনের সেন্টার খোলা, আয়ুষ্মান ভারত চালু, নিয়মানুবর্তিতা, ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেলের ব্যবস্থা সম্পর্কে যত্নশীল হওয়ার দিকে কাজ করার জন্য পরামর্শ দেন। হাসপাতালের সকল ধরনের উন্নয়ন কর্মে সরকার সবরকম সহযোগিতা করবে বলেও তিনি অনুষ্ঠানে আশ্বাস দেন। তিনি আরও বলেন, আমেরিকা, চীন, রাশিয়া, ব্রিটেন ইত্যাদি দেশ নিজ দেশের সুরক্ষা, স্বাভিমানের জন্য যে কোনও পদক্ষেপ নিতে পারে। এতদিন ভারতকে নিজের সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার পূর্বে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত। কিন্তু দিন বদলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বের এই দেশ নিজের সুরক্ষার বিষয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ৩৭০ ধারা, ৩৫-'এ'-এর মতো ধারাগুলিকে বাদ দেওয়া, পাকিস্তানে সার্জিকেল স্ট্রাইক করা হলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করলে কাউকে ছাড়া হবে না। বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে মানব সম্পদ। দেশের অধিকাংশ জনসংখ্যাই যুবক।

***২-এর পাতায়

ধর্মনগরের যুবক ফারুক আহমেদের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ৩ বছর পূর্বে রোজগারের সন্ধানে ব্যাঙ্গালোর চলে গিয়েছিলো সে। স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে সে নিজেকে সারা দেশে একজন দক্ষ বেকারি কারিগর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মানুষ তার সর্বস্ব দিয়ে কিছু করতে চাইলে সে সব কিছুই করতে পারে তার প্রকৃত উদাহরণ হল ফারুক। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে স্বাবলম্বী করতে চাইছে এবং সে লক্ষ্যেই কাজ করে চলছে। সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে অচিরেই শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে উঠবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস বলেন, সমাজের জন্য কাজ করেই সমাজের ঋণ পরিশোধ করতে হবে। চিকিৎসকদের আসল পরীক্ষা তাদের কর্মজীবনে। মানুষের সাধ্যমত পরিষেবা প্রদান করাই হলো চিকিৎসকদের প্রধান কর্তব্য। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক ডা. অতুল দেববর্মা, বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব ড. দেবাশিস বসু, মেডিক্যাল এডুকেশনের অধিকর্তা প্রফেসর চিন্ময় বিশ্বাস, টি এম সি-র অধ্যক্ষ প্রফেসার আসিরউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কলেজ চত্ত্বরে একটি বৃক্ষরোপণ করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অতিথিরা কলেজে বিভিন্ন বর্ষের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কারও তুলে দেন।

*****